বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ০৭ | জুলাই ২০১৬

আলাপ এর ২৫ বছর

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

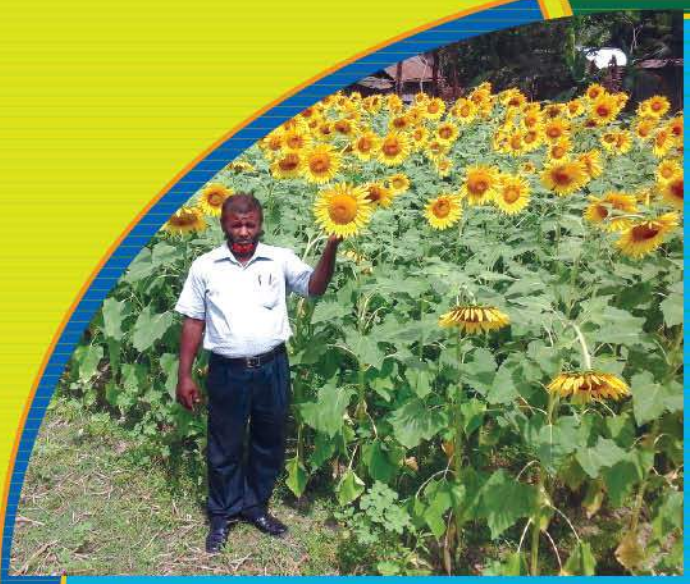

সূর্যমুখী ফুল চাষ করি, অভাব ও অপুষ্টি পূরণ করি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৫: সংখ্যা ০৭
জুলাই ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
কাজী মোহাম্মদ আবু হাসেম
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

সূচিপত্র

- মূল রচনা : সম্ভাবনাময় তেলবীজ সূর্যমুখী ফুল ৩-৫
- কৃষি বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ভাবনা ০৬
- এই গল্পের শেষ কোথায় : সবই খোদার দান ০৭
- গল্প : সূর্যমুখী জীবনের গতি ৮-৯
- আমাদের কথা ১০-১১
- আমাদের লেখা ১২
- মুগডাল চাষে ভাগ্য বদল ১৩
- কৃষি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে হবে ১৪-১৫
- ঢাকায় আলাপ-এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন ১৬

সম্পাদকীয়

আমরা খাবার খাই শরীর সুস্থ রাখার জন্য। সেজন্য সারাদিনে কী খেলাম তা খেয়াল রাখতে হবে। খাবারে পুষ্টিগুণ না থাকলে শরীর সুস্থ থাকবে না। রোগবালাই বাসা বাঁধবে শরীরে। আমরা তখন কাজকর্ম করতে পারব না মনোযোগ দিয়ে। একেক খাদ্যদ্রব্যে একেক পুষ্টিগুণ থাকে। আলাপ পত্রিকার আগের বেশ কয়েকটা সংখ্যায় সে ব্যাপারে তথ্য আছে। এবারের মূল রচনা সূর্যমুখী ফুল নিয়ে। এই ফুলের বীজ থেকে তেল উৎপাদন করা যায়। এই তেল হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এ তেল ত্বকের জন্যও উপকারী। কারণ এতে আছে ভিটামিন ডি। আমরা সবাই রান্নায় তেল ব্যবহার করি। একসময় খাবার তেল হিসেবে সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সয়াবিন তেল ব্যবহার করি। দেখা যাচ্ছে সূর্যমুখী তেলের পুষ্টিগুণ আমাদের প্রচলিত খাবার তেলের চেয়ে বেশি। আমরা সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাড়াতে পারলে এ তেল কম দামে পাওয়া যাবে। কীভাবে এ ফুলের চাষ করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে এবারের মূল রচনায়। এ ফুলের চাষ করে তারু মিঞা, রজব আলীর যে উপকার হয়েছে সেটা জানতে পারবেন 'সূর্যমুখী জীবনের গতি' নামের গল্পে।

পাশাপাশি 'মুগডাল চাষে ভাগ্য বদল' শিরোনামের লেখাটিতে রয়েছে- সালমা বেগম কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে মুগডাল চাষে সফল হয়ে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন সেই কাহিনী।

আমাদের কথা বিভাগে নিজেদের সমস্যা ও তা সমাধানে তাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন বাসন্তী রানী, শাহনাজ বেগম, হালিমা ও আবুল কাশেম।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পবিত্র ঈদুল ফিতর। আপনাদের সবাইকে ঈদ মুবারক।

প্রচ্ছদ: সূর্যমুখী চাষ পরিদর্শনে সতীর্থদের সঙ্গে মিশনের নির্বাহী পরিচালক।
ছবি : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মূল্য: ২০ টাকা

সম্ভাবনাময় তেলবীজ সূর্যমুখী ফুল

সূর্যমুখী ভালো মানের একটি তেলবীজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেলবীজ হিসেবে সূর্যমুখী ফুল চাষ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে এটি তেলবীজ ফসল হিসেবে বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে। খাবার তেল হিসেবে বাংলাদেশে সূর্যমুখী তেল ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রথমে ধনীরা এ তেল ব্যবহার করতেন। বর্তমানে কম আয়ের মানুষরাও এ তেল কিনছেন। তবে বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশে এর চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

সূর্যমুখীর ব্যবহার

সূর্যমুখীর বীজে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ উপকারী লিনোলিক নামের এক ধরনের এসিড রয়েছে। লিনোলিক এসিড হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। তাই সূর্যমুখী তেল হৃদরোগের জন্য খুবই উপকারী। জাপানি বিজ্ঞানীরা ৭ হাজার নারী-পুরুষের ওপর একটি গবেষণা করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনিক খাদ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ লিনোলিক এসিড ব্যবহার করা ভালো। তাহলে স্ট্রোকের ঝুঁকি শতকরা ২৮ ভাগ কমে আসে। সূর্যমুখীর তেলে কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুবই কম। এছাড়া সূর্যমুখী তেল মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ তেল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। বাত জাতীয় অসুখ দূর করার জন্য সূর্যমুখী তেল উপকারী। সূর্যমুখীর খৈল গরু ও মহিষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। শিশুদের শরীরে সরিষার তেলের পরিবর্তে বর্তমানে সূর্যমুখী তেল দেয়া হচ্ছে। সূর্যমুখীর তেল ত্বকের জন্য উপকারী। কারণ এতে ভিটামিন 'ডি' থাকে। ফলে ত্বকের বিভিন্ন ক্ষত দূর করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বিভিন্ন প্রসাধনীতে এ তেল ব্যবহার করা হয়। বীজ ছাড়ানোর পর মাথাগুলো গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। সূর্যমুখীর শুকনো গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশে সূর্যমুখীর চাষ তুলনামূলক কম

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে খাবার তেল হিসেবে সরিষার তেল ব্যবহার হতো। তখন

জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। লোকসংখ্যা অনুপাতে কৃষি জমিও বেশি ছিল। খাবার তেলের চাহিদা ছিল ৬.৭২ লাখ টন। তাই খাবার তেল আমদানি না করলেও চলত। দিন দিন মানুষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলের চাহিদাও বাড়তে থাকে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না থাকায় বিদেশি তেলের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। এছাড়া সরিষার তেলে ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড রয়েছে। এসব তথ্য প্রচারিত হওয়ায় সয়াবিন ও পাম তেলের ব্যবহার বেড়ে যায়। ফলে এসব তেলের আমাদনিও বাড়ে।

বাংলাদেশে সূর্যমুখী চাষের সম্ভাবনা

সূর্যমুখী সাধারণত সব মাটিতেই জন্মে। তবে দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। সূর্যমুখী সারাবছর চাষ করা যায়। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি চাষ করলে ফলন ভালো হয়। আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত। এ সময় ওই এলাকায় বোরো ধানের ফলন ভালো হয় না। তাই অনেক জমি অনাবাদি থাকে। লোকসানের ভয়ে চাষিরা ধান চাষ করে না। গত কয়েক বছর ধরে লবণাক্ত সেসব জমিতে চাষিরা সূর্যমুখী ফুল চাষ করে লাভবান হয়েছেন। উপযুক্ত যত্ন নিলে এবং সঠিকভাবে চাষ করলে প্রতি একরে ১৬-২০ মণ বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

সূর্যমুখী চাষের ওপর গবেষণা

টেকনো ডায়া হারবাল ইন্ডাস্ট্রি উপকূলীয় অঞ্চলে এক গবেষণা করে। সূর্যমুখী চাষাবাদ ও খাবার তেল উৎপাদন বিষয়ে ছিল সেই গবেষণা। গবেষণায় জানা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে ২৭ লাখ ২৯ হাজার ৫৩৮ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৮ লাখ টন খাবার তেলের প্রয়োজন। এর মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম ও নারিকেল থেকে উৎপাদন হয় ৬ লাখ টন। বাকি ১২ লাখ টন সয়াবিন ও পাম অয়েল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এতে প্রতি বছর গড়ে ১১শ' কোটি টাকা খরচ হয়।

তাই প্রতি বছর ১২ লাখ টন সূর্যমুখী তেল উৎপাদন করা প্রয়োজন। এজন্য সূর্যমুখী চাষ করলে দেশে খাবার তেলের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি চাষ করলে ফলন ভালো হয়

সূর্যমুখী চাষের লাভ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

এক একর জমিতে সূর্যমুখী চাষ করে ৭০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। এই পরিমাণ বীজ থেকে তেল পাওয়া যাবে ২৮০ লিটার। প্রতি লিটার তেলের দাম আনুমানিক ১৪০ টাকা হলেও ২৮০ লিটার তেলের দাম হবে ৩৯ হাজার ২শ' টাকা। খইল বিক্রি করে আরো আয় হবে ৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ এক একর জমিতে সূর্যমুখী চাষ করে তেল ও খইল পাওয়া যাবে। তা বিক্রি করে আয় করা যায় ৪৪ হাজার ২শ' টাকা। খরচ ১২ হাজার টাকা বাদ দিলে নিট লাভ হবে ৩২ হাজার ২শ' টাকা। সূর্যমুখী চাষাবাদের মাধ্যমে একের ভেতর চার উপকার পাওয়া যায়। জমিতে সূর্যমুখী, কুসুম চাষ এবং মৌবক্স স্থাপন করা যায়।

সূর্যমুখী চাষের ঝুঁকি

সূর্যমুখী চাষাবাদের ক্ষেত্রে মাটির স্তর অনুযায়ী ৫% জৈব পদার্থ, ২৫% পানি, ২৫% বায়ু ও ৪৫% অজৈব পদার্থ থাকা ভালো। নইলে ফসল ভালো হবে না। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মে ও নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এজন্যও ফসল নষ্ট হবার ভয় থাকে। মধ্য নভেম্বর থেকে সূর্যমুখীর বীজ বপন শুরু হলে মার্চ মাসের শেষের দিকে ফসল কাটা যায়। তাতে ঝুঁকির সম্ভাবনা কম হবে। সূর্যমুখী চাষে অন্যান্য ঝুঁকি আছে। তা হলো এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা। যেমন- জমি নির্বাচন, সার নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। বীজ উৎপাদন ও শোধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে না জানা। অঙ্কুরোদগম ও বপন, ফসলের পরিচর্যা, সেচ, রোগবালাই ও পোকামাকড় শনাক্তকরণ এবং দমন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। টিয়া পাখি ও কাঠবিড়ালের আক্রমণ, পরাগায়ন, ফসল কর্তন ও মাড়াই সম্পর্কে ধারণা না থাকা। বীজ ও ফসল শুকানো, আইল ফসল হিসেবে কুসম ও মৌচাষ, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। এজন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহলে বাংলাদেশেও প্রচুর পরিমাণে সূর্যমুখী চাষ করা সম্ভব হবে। দেশের খাবার তেলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। সরকারের পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি'র মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি কাজ করছে। সূর্যমুখী চাষ সম্প্রসারণে কাজ করছে। দেশের খাবার তেলের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১ একর জমিতে সূর্যমুখী চাষ করে ৭শ' কেজি বীজ পাওয়া যায়

মূল রচনা: মোঃ ছাদেকুর রহমান
কো-অর্ডিনেটর (কৃষি), ডিএফইডি
সংক্ষেপ ও সহজীকরণ: লুৎফুন নাহার তিথি

কৃষি বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর ভাবনা

সমাজ পরিবর্তনের জন্য কিছু মানুষের জন্ম হয়। যাঁদের আমরা ক্ষণজন্মা বলি। তেমনি একজন ক্ষণজন্মা ছিলেন হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি মানুষ ও সমাজের পরিবর্তন নিয়ে ভাবতেন। তিনি জানতেন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন না হলে দেশ ও মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের দেশের জন্য কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেছেন, 'দেশের কাজে মনোযোগী হও। গরীবদিগের মুখে অন্ন দানের জন্য যত্নবান থাক। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্রতী হও।' (রচনাবলী ১১ খণ্ড, পৃ-৫২৯)।

তিনি জানতেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশের নিজস্ব উৎপাদনের মাধমে সে চাহিদা মেটাতে হবে। তাই তিনি বলেছেন- 'বাবা আছমান হ'তে টাকা আসবে না। মাটি খুঁড়ে টাকা বাহির করতে হবে। সব ভাইগুলি কমর বেঁধে টাকার সম্বল করতে থাকো। এই অভাবের তাড়নায় খোদারই স্মরণ লও, আর তাঁরই দত্ত শক্তির আশ্রয় লও।' (রচনাবলী ১২ খণ্ড, পৃ-১০৯)

ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর চেষ্টার কমতি ছিল না। যেমন- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি। হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর জীবদ্দশায় দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য দুধালো গাভি ও গরু মোটাতাজাকরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন এভাবে-'বড় সাদা গাই আর লাল গাইটি ব্যতীত সবগুলি বিক্রি ক'রে দুইটী দামড়া গরু কেনাই শ্রেয়। উহাতে অযথা গোয়াল খরচ হবে না। দুইটী বলদ হ'লে চাষও চলবে, গাড়িও চলবে। এদিকে কুটা খরচও কম হবে।' (রচনাবলী ১২ খণ্ড, পৃ-১১২) ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর উপদেশ অনুযায়ী জীবন জীবিকার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ দিচ্ছে। দরিদ্র, হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকরা এ সহায়তা পাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যা বিরাট ভূমিকা রাখছে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
হেড অব ডিএফইডি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

এই গল্পের শেষ কোথায়?

সবই খোদার দান

হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ল

[এক দেশে ছিল দুই ভিখারি। একজন খোদাভক্ত আরেকজন রাজাভক্ত। খোদাভক্ত ভিখারি বলে বেড়াতেন এ দুনিয়ার সবকিছুই খোদার দান। এতে সেই দেশের রাজা কৌতূহলী হলেন। তিনি খোদাভক্ত ভিখারির কথা পরীক্ষা করার জন্য তাকে জেলখানায় আটক করলেন। আর রাজাভক্ত ভিখারিকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন।]

গত সংখ্যার পরবর্তী অংশ

খোদাভক্ত ভিখারি জেলখানায় বসে খোদার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাজা মাঝে মাঝে খোদাভক্ত ভিখারিকে জেলখানায় দেখতে যেতেন। রাজা ভাবতেন, আজ মনে হয় ভিখারি স্বীকার করবে। এ সবই রাজার দান। কিন্তু ভিখারি তা করল না। রাজাও দেখতে চাইলেন শেষ পর্যন্ত কী হয়।

হঠাৎ রাজ্যে বৃষ্টির আকাল দেখা দিলো। কোথাও পানি নেই। মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সবার জমানো টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেল। একদিন প্রজারা রাজ দরবারে এসে রাজার কাছে সব জানালেন। রাজা তাদের দুঃখের কথা শুনে সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। রাজ দরবার থেকে তাদের কিছু টাকা পয়সা, ধান, চাল, দেয়ার জন্য। সেগুলো পেয়ে প্রজারা ফিরে গেলেন। কিন্তু এভাবে আর কত দিন। বৃষ্টিও নামে না। মাঠেও আর ফসল ফলে না। চারদিকে হাহাকার শুরু হলো।

রাজা আবার একদিন সকালে জেলখানায় ভিখারিকে দেখতে গেলেন। ভিখারি রাজাকে দেখে বললেন, 'সবই খোদার দান। খোদা এই দুনিয়ার মালিক। তাঁরই ইচ্ছায় খাই ও পরি।' এবার আর রাজা তার কথায় হাসলেন না। আস্তে আস্তে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

একদিন আকাশে অনেক মেঘ জমল। এই যেন বৃষ্টি নামবে নামবে। কিন্তু কোনো বৃষ্টি হচ্ছে না। রাজা তখন চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাজ্যে আরো অভাব অনটন দেখা দিলো। পানি নেই, খাবার নেই, কী হবে এবার? সবাই বুঝল, খোদার দয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। রাজা এবার সবাইকে বললেন খোদাকে ডাকতে। রাজা ও প্রজা সবাই মিলে খোদার কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন। বেশ কিছু দিন প্রার্থনা করার পর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি পড়ল। সবুজে ভরে উঠল চারদিক। তখন রাজা ও প্রজা সবাই খুশি। একদিন সকালে রাজা খোদাভক্ত ভিখারিকে ডাকলেন। এবার রাজা বললেন, 'সবই খোদার দান। খোদা এই দুনিয়ার মালিক। তাঁরই ইচ্ছায় খাই ও পরি।' কথাটি শুনে এবার খোদাভক্ত ভিখারি হাসলেন। সবাই মিলে খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন।

মোঃ নূরুজ্জামান হোসেন
সাপোর্ট স্টাফ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

সূর্যমুখী জীবনের গতি

তারা মিঞা বলে, হবে হবে আগে তো শুরু কর

রজব আলী একজন কৃষক। যশোরের কেশবপুরে তার বাড়ি। নিজের এক একর জমি আছে। জমি চাষ করে সে সংসার চালায়। সংসারে দুই মেয়ে, দুই ছেলে, স্ত্রী ও বুড়ো মা। মেয়ে দু'টি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। বড় ছেলে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর আর পড়া এগোয়নি। বাবার সাথে কৃষিকাজ করে। ছোট ছেলে এসএসসি পাশ করে এলাকার একটি কলেজে পড়ে।

আগে জমির ফসল দিয়ে পরিবারের খরচ চলে যেত। এখন সংসার বড় হয়েছে। বাজার দর বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচও বেড়েছে। এতটুকু জমির ফসলে এখন আর সংসার চলে না। তাই মাঝে মাঝে অন্যের জমিতে কাজ করে তারা। তাতেও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। এই নিয়ে চিন্তায় আছে রজব আলী। নতুন আর কী করা যায়? সেই ভাবনায় দিন কাটে তার। স্ত্রীর সাথে এই নিয়ে আলোচনা করে। স্বামীর কথা শুনে স্ত্রীও হতাশ হয়। এই এক টুকরা জমিতে আর কীভাবে আয় বাড়বে? অনেক ভেবে সে একদিন স্বামীকে বলল, তারা মিঞার সাথে কথা বলতে।

স্ত্রীর কথা মতো রজব আলী তারা মিঞার কাছে যায়। তারা মিঞা এলাকার একজন মানী ব্যক্তি। অনেক জমির মালিক সে। তার জমিতেই রজব আলী ও তার বড় ছেলে যোগান দেয় মাঝে মাঝে। ঠেকায় পড়লে রজব আলী তার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। রজব তারা মিঞাকে সব খুলে বলে। সব কথা শুনে তারা মিঞা কৃষি কাজের পাশাপাশি অন্য কাজ করার পরামর্শ দেয়। রজব আলী বলে, বুঝ হওয়ার পর থেকে বাপ-দাদার করা কাজই করে আসছি। অন্য কাজ তো জানি না। তারা মিঞা বলে, 'আরে কৃষি কাজই তো করবে। তোমার জমি তো এক ফসলি। বাকি সময় সূর্যমুখী ফুলের চাষ করবে।' রজব আলী তারা মিয়ার কথা বুঝতে পারে না। বলে, 'সূর্যমুখী চাষ করে কী হবে?' তারা মিঞা বলে, 'প্রথমে কথাটি শুনে তোমার মতো আমিও অবাক হয়েছি।' আমার এক ভাগনে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে ফরিদপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে চাকরি

করে। সেই জানাল, সূর্যমুখী চাষে কী লাভ। বছরের যেকোনো সময় এর চাষ করা যায়। ফলন হতে ৯০ থেকে ১শ' দিন সময় লাগে। তেমন সেচ দিতে হয় না। সূর্যমুখী দিয়ে তেল হয়। সেই তেলের অনেক দাম। তাই ফুলের দামও বেশি। তুমি কি বুঝতে পেরেছ?' রজব বলে, আমার এতটুকু জমিতে আর কত লাভ হবে?' তারা মিঞা বলে, 'হবে হবে। আগে তো শুরু কর।'

তারা মিঞার কথা শুনে রজবের ভালো লাগল। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে জানাল। স্ত্রীও ভরসা দিলো। তারপর তারা সূর্যমুখী ফুলের বীজ সংগ্রহ করল। তাদের নিকট থেকে চাষের পদ্ধতি জেনে নিল। সেখানে অন্য ফুল চাষীদের সাথেও কথা হলো। এই ফুল কোথায় বিক্রি হবে তাও জেনে নিল।

তখন জমিতে কোনো ফলন ছিল না। তাই রজব আলী সূর্যমুখী ফুলের চাষ করল। ফলন ওঠার আগে দুই-একবার সার দিলো। এতে রজব আলীর তেমন কোনো খরচ হয়নি।

১১০ দিন পর রজব আলীর ফুল পুরোপুরি বিক্রির উপযোগী হয়। ক্রেতারা মাঠ থেকেই ফুল নিয়ে যায়। সূর্যমুখী বিক্রি করে যা দাম পেয়েছে তাতে রজব আলী মহাখুশি। এত অল্প উৎপাদন খরচে এত বেশি লাভ সে ভাবতে পারেনি। তাই ধানের মৌসুম ছাড়া বাকি সময়গুলোতে রজব আলী সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে। এক বছর পর রজব আলীর দোচালার ঘরটা চৌচালা হলো। একটি দুধের গাই কেনা হলো। তাতে রজব আলীর স্ত্রীর একটা উপার্জনের গতি হলো। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকি দুধ সে বাজারে বিক্রি করে। এতে দুই মেয়ে ও ছোট ছেলের পড়ার খরচ চলে যায়। পাশাপাশি বড় ছেলের ব্যবসার জন্য টাকা জমায়।

রজব অনেকদিন পর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও মাকে নিয়ে একসাথে খেতে বসে। এখন রজব আলীকে দেখে খুব সুখী মানুষ মনে হয়। খুব আয়েস করে খাচ্ছে সে। ছেলেমেয়ের ভালো-মন্দ খোঁজ খবর নিচ্ছে। ভালো করে লেখাপড়া করার পরামর্শ দিচ্ছে। এক সময় মায়ের শরীরের খোঁজ খবর নেয়। ছেলের খুশিতে সেও খুশি। খেতে খেতে রজব আলী মাকে বলে, 'আগে জানতাম না- এত অল্প খরচে এত বেশি লাভ। জানো মা, সূর্যমুখীই এখন আমার জীবনের গতি।'

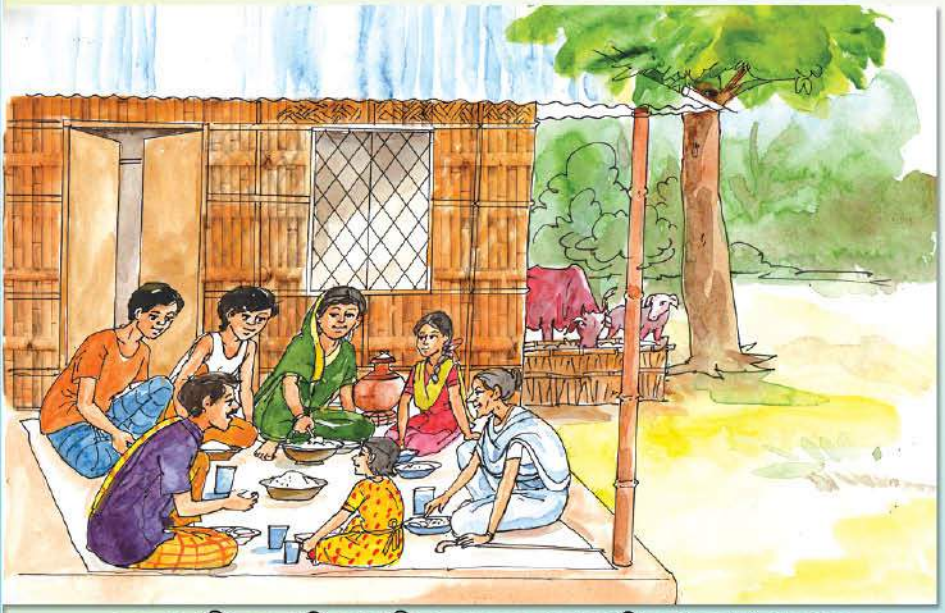

রজব আলী অনেক দিন পর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও মাকে নিয়ে একসাথে খেতে বসল

নাছিমা শাহীন
প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

প্রশিক্ষণ পেলে ফলন বেশি হবে

কৃষি কাজ করে কোনো রকমে দিন চলে যাচ্ছে আমাদের। জিনিসপত্রের যা দাম, তাতে স্বচ্ছলভাবে চলা কঠিন। আমরা বাজার থেকে যেসব জিনিস কিনি সেগুলোর দাম বেশি হয়। আমরা যেগুলো বিক্রি করি সেগুলোর দাম কম থাকে। আমরা নিজেদের জানা জ্ঞান দিয়ে ফসল ফলাই। সে অনুযায়ী পরিচর্যা করে থাকি। এ সম্পর্কে কৃষি বিভাগ থেকে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পাইনি। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কেও জানি না। প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের ফসলের ফলন আরো বেশি হতো। আমরা যখন বাজারে ফসল বিক্রি করি, তখন দাম কম থাকে। আমরা যে টাকা খরচ করে ফসল ফলাই, অনেক সময় সে টাকাও উঠাতে পারি না।

বাসন্তী রানী, চৌগাছা

ফসল ফলানোর উপকরণের দাম কমাতে হবে

ফসল আবাদ করতে অনেক জিনিস লাগে। যেমন- বীজ, সার, তেল ইত্যাদি। এগুলোর দাম বাড়লে আমাদের জন্য জিনিসপত্র কেনা অনেক কষ্ট হয়। আমরা যে ফসল বিক্রি করি সেগুলোর দাম বাড়াতে হবে। তা না হলে কৃষক বাঁচবে না। কৃষককে বাঁচাতে হবে। আমরা চাই, কৃষক যেটা বিক্রি করবে সেগুলোর দাম যেন সবসময় বেশি থাকে। আর কৃষক যেটা বাজার থেকে কিনবে সেটার দাম যেন কম থাকে। কৃষক যেসব বীজ, সার, তেল ও কীটনাশক কিনবে তার ভরতুকি সরকারকে দিতে হবে।

শাহনাজ বেগম, চৌগাছা

আমাদের মধ্যে একতা নাই

আমার বাড়িতে ৪টি উন্নত জাতের দুধালো গাভি আছে। তাই দিয়ে আমার সংসার চলে। গাভি পালনের ওপর কোনো প্রশিক্ষণ পাইনি। প্রশিক্ষণ নিয়ে গাভি পালন করলে দুধের পরিমাণ আরো বেশি হতো। তাহলে আমাদের আয়ও বেশি হতো। গাভি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ চাই। আর একটা বিষয়- আমাদের মধ্যে একতা নাই। যার জন্য আমরা কোনো দাবি আদায় করতে পারি না।

হালিমা, বারিনগর, যশোর সদর

কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে

কৃষকরা ফসল চাষে যে টাকা খরচ করে, ফসল বিক্রি করে সে পরিমাণ টাকা পায় না। কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সবসময় টানাটানির মধ্যে দিন কাটাতে হয়। আমরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ঠিকমতো করাতে পারছি না। আমরা যে ফসল বিক্রি করি তার দাম কম। ফসলের দাম বাড়াতে হবে। যেমন- করলা প্রতি কেজি ৭ টাকায় বিক্রি করেছি। অথচ ঢাকায় নাকি ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ পার্থক্য কমানোর জন্য সরকারের কাজ করা দরকার। আমরা বাজার থেকে যে জিনিস কিনব তার দামও কমাতে হবে।

আবুল কাশেম, লেবুতলা, খাজুরা, যশোর সদর

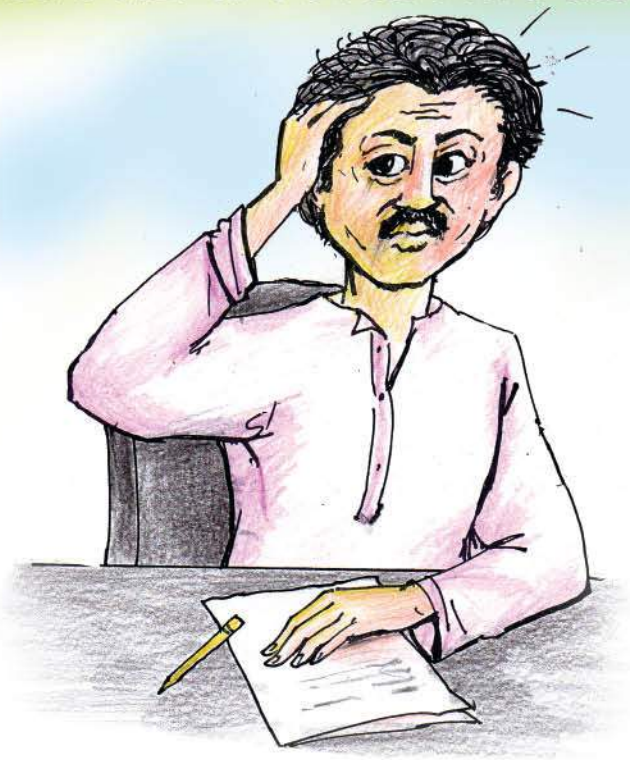

বাজেট ভাবনা

চলছে জীবন ঠিকই তবে
দিয়ে জোড়াতালি,
বেতন যা পাই মাস না যেতেই
হচ্ছে পকেট খালি।

সঙ্গতি নেই এই আমাদের
আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের,
তবু নিজের নীতির সঙ্গে
আপস খুঁজি ন্যায়ের।

অনেক টাকার বাজেট শুনে
দেখছি আশার আলো,
কালো টাকা সাদা হলে
কাজ হবে না ভালো।

নুপুর
বেলী গণকেন্দ্র, জামালপুর।

সত্য জীবন

কোথায় পাব সজীব বাতাস
কোথায় পাব পাখি,
কোথায় পাব গাছের ছায়া
আকুল হয়ে থাকি।

সত্য জীবন খুঁজতে হবে
হোক না যত ভুল,
গড়তে হবে সবুজ বাগান
বাগান ভরা ফুল।

খারাপ ছেড়ে খুঁজব ভালো
এটাই বড় কাজ,
মিথ্যা ছেড়ে সত্য বলার
শপথ নেব আজ।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
নিহারীকা গণকেন্দ্র, আমতলী, বরগুনা।

মুগডাল চাষে ভাগ্য বদল

এ বছর সব খরচ বাদে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে

বরগুনার সদর উপজেলার উত্তর ইটবাড়ীয়া গ্রাম। এই গ্রামের এক গরিব পরিবারে সালমা বেগমের জন্ম। তারা তিন ভাই, তিন বোন। ১০ বছর বয়সে তাদের বাবা মারা যান। মায়ের ওপর সংসার চালানোর দায়িত্ব পড়ে। উপায় না দেখে মা অন্যের বাড়িতে কাজ নেন। এতে কোনো রকমে সংসার চলে। স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বেশি পড়াশোনা হয় না। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করে সালমা। অসহায় মায়ের সংসারে বড় হতে থাকে তারা। অভাবের কারণে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হয় তার। একই গ্রামের মোঃ কেরামত আলীর সঙ্গে বিয়ে হয় সালমার। সুখের স্বপ্ন নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যায়।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। সেখানের অবস্থা আরো করুণ। শ্বশুর ছিল না। ভাসুর ও দেবরের মধ্যে স্বামী ছিল দ্বিতীয়। অভাবের সংসারে সেখানেও ঘরের চাল ফুটা। রাতে ঘরের ভেতর চাঁদের আলো চোখে পড়ে। এই অভাবের মধ্যে শাশুড়ি ছেলেদের আলাদা করে দেয়। স্বামীর শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল আগে থেকেই। এজন্য খুব বেশি কাজ করতে পারত না। কোনো উপায় না পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুই জনে মিলে একই গ্রামের কালু মিঞার মুগডাল ক্ষেতে কাজ নেয়। এক পর্যায়ে মুগডাল চাষের ওপর দক্ষতা অর্জন হয় তাদের। এমন সময় সালমা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত রজনী গন্ধা দলের সদস্য হন। মিশন থেকে ঋণ নিয়ে নিজেরাও মুগডাল চাষ শুরু করে। এজন্য তারা ১২ বিঘা জমি লিজ নেয়। বর্তমানে মুগডাল চাষে নিজেরাসহ ৫ জন কাজ করে। এবছর সব খরচ বাদে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। খরচ হয়েছে মাত্র ৬০ হাজার টাকা। টাকা জমিয়ে তারা ১ লাখ ৮০হাজার টাকা দিয়ে ৩০ শতক জমি কিনেছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর্থিক সহায়তায় সালমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে স্বামীর সংসারে সুখে আছে সালমা। তার চোখে মুখে এখন হাসির ঝলক। ছেলেমেয়েকে পড়ালেখা করাচ্ছে।

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর
সি.প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি),ডিএফইডি।

কৃষি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে হবে

কৃষিতে এসেছে নতুন প্রযুক্তি। এসেছে নানান উদ্ভাবন

স্বাধীনতার আগে দেশে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। এজন্য খাদ্য উৎপাদনে হিমশিম খেতে হতো দেশকে। আর এখন জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬ কোটি। অন্যদিকে চাষের জমি কমেছে। কিন্তু এই জমি দিয়ে সবার খাদ্যের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তার অর্থ, কৃষিতে দেশ এখন অনেক এগিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এসেছে নতুন নতুন ফসল। কৃষিতে এসেছে নতুন প্রযুক্তি। এসেছে নানান উদ্ভাবন। সময়ের সাথে মিল রেখেই উদ্ভাবন হচ্ছে নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি।

অনেক সাধারণ মানুষ এসব যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন। যেমন-

কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য এক ব্যক্তি ৩২টি কৃষিযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি ময়মনসিংহের গৌরিপুর উপজেলার নিরক্ষর কেনু মিস্ত্রী।

আবার অষ্টম শ্রেণি পাস যশোরের হান্টু। মাছের হ্যাচারিসহ পুকুরে সাশ্রয়ী খরচে অক্সিজেন সরবরাহের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে খরচ কম। ৯২ শতাংশ কম সময় লাগে। ৮৫ শতাংশ কম ডিজেল বা বিদ্যুৎ খরচ হয়। এই খরচ বাঁচিয়ে সমপরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

গোপালগঞ্জ জেলার সিমসন সাহা উদ্ভাবন করেছেন প্যাডেল চালিত সেচযন্ত্র। ডিজেল বা বিদ্যুৎ ব্যবহার ছাড়াই সাইকেলের প্যাডলে সেচযন্ত্র চালানো যায়। এই পানি-সেচ মেশিন কৃষকের জন্য সাশ্রয়ী ও সহায়ক। যশোরের শার্শার আবু বকর সিদ্দিক উদ্ভাবন করেছেন ওয়াটার ওয়েট পাওয়ার মেশিন। যে মেশিন দিয়ে জ্বালানি বিদ্যুৎ ছাড়াই কৃষিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে।

এ তো গেল যন্ত্রের কথা। উদ্ভাবন হচ্ছে ফসলের নতুন নতুন জাত। এ রকমই একটি হলো নতুন জাতের 'হরি ধান'। এটি উদ্ভাবন করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন কৃষক হরিপদ কাপালি। এজন্য তিনি পেয়েছেন চ্যানেল আই-এর 'কৃষি পদক' স্বীকৃতি। তার মতো অনেক কৃষকই নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। উদ্ভাবন করছেন নতুন নতুন জাতের ফসল। যেমন- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) ইতোমধ্যে ধানের ৬৭টি জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) উদ্ভাবন

করেছে ধানের ১৪টি জাত।

এর বাইরে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলো ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ব্রি ও বিনার বিজ্ঞানীরা পরিবেশ সহনীয় ধানের ১৩টি জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে লবণ সহনীয় ৯টি, খরা সহনীয় ২টি ও বন্যা সহনীয় ৪টি ধানের জাত। সব মিলিয়ে ধান গবেষণা ও উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে।

দানাদার খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি প্রোটিনের উৎস মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতেও দেশ এখন এগিয়ে। এখন বিদেশেও এসব রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ। এফএও আরো একটি আশার বাণী শুনিয়েছে। ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে। তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া বাংলাদেশে ৬০ ধরনের ও ২শ' জাতের সবজি উৎপাদন হচ্ছে। এসব সবজির ৯০ শতাংশ বীজই উৎপাদিত হচ্ছে দেশে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। তবে ইউরিয়ার পরিবর্তে জীবাণু সার ব্যবহার করা গেলে ২ হাজার কোটি টাকার ইউরিয়া সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশে জীবাণু সারের চাহিদা হবে ১ হাজার টন।

কৃষির এই অগ্রগতিতে গত কয়েক দশকে ভূমিকা রেখেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। যন্ত্রে নির্ভরতা বেড়েছে। এতে আগের তুলনায় উৎপাদনও বেড়েছে। এখন অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগ। চীনের মতো আমাদের দেশেও ইন্টারনেট সুবিধাসহ তথ্যকেন্দ্র স্থাপন হয়েছে। ফলে কৃষকরা অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য থেকে বেশি লাভ করতে পারবে। তথ্যপ্রবাহের সুবাদে কৃষক ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েও সমৃদ্ধ ও সচেতন হচেছ।

তরুণরা এই শিল্পের মূলশক্তি। আমাদের এখন প্রয়োজন তরুণদের মেধাকে সঠিক খাতে ব্যবহার করা। সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে আগামীর জন্য তাদের গড়ে তোলা। তাহলেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য সব পর্যায় থেকেই চেষ্টা চালাতে হবে। আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন, গবেষণা ও সময় উপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এটাই এখন সময়ের দাবি।

উদ্ভাবন হচ্ছে ফসলের নতুন নতুন জাত।

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর
সি.প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি),ডিএফইডি।

ঢাকায় আলাপ-এর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা আলাপ। এ বছর ২৫ বছরে পা রাখল। এ উপলক্ষে পুরো বছর জুড়ে মিশনের কর্ম-এলাকায় নানান অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

গত ৫ জুন দিনভর হয়ে গেল ঢাকা বিভাগের অনুষ্ঠান। যা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীপুর উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের পোতাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে অংশ নিয়েছিল ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১৮ জন শিক্ষার্থী। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল হাতের লেখা, আবৃত্তি, আলাপ থেকে পাঠ করা, উপস্থিত বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গান। উপস্থিত দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করে পরিবেশিত হয় নৃত্য ও নাটিকা।

প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মোক্তাদির হোসেন, পোতাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিনিধি জনাব জাহিদুর রহমান খান, জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, প্রোগ্রাম ইউনিট ম্যানেজার, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। আরো উপস্থিত ছিলেন মিশনের কিউ পি ই প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন, সভাপতি, পোতাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলাপ পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তির সাফল্য কামনা করা হয়। অংশগ্রহণকারী শিশুদের সুন্দর পরিবেশনার প্রশংসা করেন সকলে। সেদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হওয়ায় শিশুদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার কথাও বলা হয় আলোচনায়।

সবশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন প্রহলাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোঃ আজগর আলী। এভাবেই শিশুদের আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আলাপের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ঢাকা বিভাগের অনুষ্ঠান।

ছবিতে গান পরিবেশনা, বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী।

Website: amic.org.bd, Email: amic.dam@gmail.com

আলাপ পত্রিকা নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission